আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৫

International Day for Disaster Reduction 2015

২৮ আশ্বিন ১৪২২, ১৩ অক্টোবর ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

"জ্ঞানই জীবন"
"Knowledge for Life"

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

২৮ আশ্বিন ১৪২২
১৩ অক্টোবর ২০১৫

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও যথাযথ গুরুত্বের সাথে **'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৫'** পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। তৃণমূল পর্যায়ে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৫' এর প্রতিপাদ্য **'জ্ঞানই জীবন'** খুবই বাস্তবধর্মী ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্ধ করা সম্ভব নয় কিন্তু জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে যে কোন দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব।

ভৌগলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনসংখ্যার আধিক্য বাংলাদেশকে বিশ্ব মানচিত্রে অন্যতম প্রধান দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সিসমিক জোনে বাংলাদেশের অবস্থানের কারণে বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা থেকেও আমরা ঝুঁকিমুক্ত নই। বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন, কালবৈশাখী, টর্ণেডো, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ধস, ভবনধস, পাহাড়ী ঢল, বজ্রপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করেই বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেও নানামুখী দুর্যোগের সৃষ্টি হচ্ছে। তাই দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।

সমন্বিতভাবে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগে সাড়াদানকল্পে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি সুশীল সমাজসহ সকল স্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহন জরুরী। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা এখন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। আমি আশা করি ভবিষ্যতে এ সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগকালীন দুর্ভোগ ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৫' উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

ভূমিকম্পের সময় আপনার করণীয়

- ভূকম্পন অনুভূত হলে আতঙ্কিত হবেন না।
- ভূকম্পনের সময় বিছানায় থাকলে বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে টেবিল, ডেস্ক বা শক্ত কোন আসবাবপত্রের নিচে আশ্রয় নিন।
- রান্না ঘরে থাকলে গ্যাসের চুলা বন্ধ করে দ্রুত বেরিয়ে আসুন।
- বীম, কলাম ও পিলার ঘেঁষে আশ্রয় নিন।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালে স্কুল ব্যাগ মাথায় দিয়ে শক্ত বেঞ্চ অথবা শক্ত টেবিলের নিচে আশ্রয় নিন।
- একবার কম্পন হওয়ার পর আবারও কম্পন হতে পারে। তাই সুযোগ বুঝে বের হয়ে খালি জায়গায় আশ্রয় নিন।
- কম্পন বা ঝাঁকুনি থামলে সিঁড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়ুন এবং খোলা আকাশের নিচে অবস্থান নিন।
- গাড়ীতে থাকলে ওভার ব্রীজ, ফ্লাই ওভার, গাছ ও বৈদ্যুতিক খুটি থেকে দুরে থামান। ভূকম্পন না থামা পর্যন্ত গাড়ীর ভিতর থাকুন।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ আশ্বিন ১৪২২
১৩ অক্টোবর ২০১৫

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৩ অক্টোবর ২০১৫ 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস'পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের রয়েছে সুদীর্ঘ অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা। স্থানীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তা আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে আরও গতিশীল করা সম্ভব। এ প্রেক্ষাপটে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'জ্ঞানই জীবন' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

দুর্যোগ মোকাবেলায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপকূলীয় অঞ্চলে 'মাটির কিল্লা' তৈরি করেন যা 'মুজিব কিল্লা' নামে পরিচিত। এ সকল কিল্লা স্থানীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ যা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় প্রাণিসম্পদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ ছাড়া জাতির পিতা ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-কে সরকারি তহবিলের আওতাভুক্ত করেন। সিপিপিকে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও সরকার যৌথ কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেন। যা দেশের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে একটি অনন্য মাইলফলক।

আমাদের সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সুসমন্বিত ও সামগ্রিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০ এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। Sendai Framework এর আওতায় নীতি কাঠামো সমন্বয়ের পাশাপাশি শত বছরের পরিকল্পনা হিসেবে ডেল্টা প্ল্যান প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবেলায় আমরা জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি ইতোমধ্যে আধুনিক উদ্ধার সরঞ্জাম ক্রয়ের ব্যবস্থা নিয়েছি। নগর পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভূমিকম্প ঝুঁকি নিরূপণ জরিপ সম্পাদন করা হয়েছে। সারাদেশে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ অব্যাহত আছে।

দুর্যোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গহণের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জানমাল এবং পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা অনেকাংশে সম্ভব। দেশের জনগণই হবে দুর্যোগ মোকাবেলায় সবচেয়ে বড় শক্তি। তাই আমি দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাই।

আমি 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৫' - এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় আজ (১৩ অক্টোবর, ২০১৫) জাতীয়ভাবে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৫' উদ্‌যাপন করছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য "জ্ঞানই জীবন"। এটি বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ স্থানীয় ও লোকজ জ্ঞান এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সমন্বয়ে একটি দুর্যোগ সহনশীল দেশ গঠন সম্ভব।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংগঠিত এলাকার সকলেই কম-বেশী আক্রান্ত হয়। এসব দুর্যোগের গতি-প্রকৃতি ও সাম্প্রতিক প্রবণতা মাথায় রেখে ঝুঁকি হ্রাসে আমাদের সক্ষমতা গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে আমরা জীবন, জীবিকা ও সম্পদের ক্ষতি হ্রাসে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। ত্রাণভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে একটি সমন্বিত দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থায় রূপান্তর করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের গৃহীত পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতিনিয়তই আমাদের নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন বাংলাদেশের দুর্যোগ পরিস্থিতির প্রভাব, মাত্রা ও পৌন:পুনিকতাকে আরও সঙ্গীন করেছে। তাই এর প্রশমনে সকলকেই আন্তরিকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। আমি দেশবাসী বিশেষ করে সরকারি কর্মচারী, সুশীল সমাজ, বেসরকারি সংস্থা এবং গণমাধ্যমসমূহকে জাতীয় দুর্যোগ সহনশীল কর্মে সরকারের প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হবার আহ্বান জানাচ্ছি। আজকের দিনে জনসচেতনতা আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানাবিধ আয়োজনের সাথে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, রেডিও-টেলিভিশনে আলোচনা, দেশের সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভূমিকম্প মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজনকে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে স্বাগত জানাচ্ছি।

'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হবে, গণসচেতনতা বাড়বে এবং চলমান কার্যক্রমে দূর্যোগভিত্তিক জ্ঞান প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুকিহ্রাসে সক্ষমতা গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীর বিক্রম, এমপি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় লোকজ ও আধুনিক জ্ঞান বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

ভৌগলিক ও ভূতাত্বিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবন দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের প্রকোপ যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে এর ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা ও পরিধি এবং সাথে সাথে প্রতিনিয়ত বাড়ছে জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি। খরা, লবনাক্ততা, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ধীরগতির **(Slow onset)** দুর্যোগসমূহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতদসত্ত্বেও বিগত দুই দশকে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা সাফল্যজনকভাবে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এ সফলতা ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। দূর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সফলতায় সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি যাঁরা ভিত্তি এনে দিয়েছেন তাঁরা হলেন স্থানীয় জনগোষ্ঠী, যাঁরা হাজার বছর ধরে দুর্যোগ মোকাবেলায় লোকজ জ্ঞান ও কৌশল ব্যবহার করে আসছেন।

দুর্যোগ মোকাবেলায় লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞানের ব্যবহার

দুর্যোগ প্রস্তুতিতে, স্থানীয় জনগোষ্ঠি তাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম অনুশীলিত জ্ঞানের ব্যবহার সাধারণত ৩টি ক্ষেত্রে করে থাকেন যথাঃ-অবকাঠামো ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং রীতিনীতির ক্ষেত্রে। লোকজজ্ঞানের ব্যবহারের ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলো হলঃ দুর্যোগ সহনশীল কাঠামো তৈরি, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ বার্তা, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উত্তম দুর্যোগ প্রযুক্তি গ্রহনের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনা। সাম্প্রতিক সময়ে লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যে সকল ক্ষেত্রে হচ্ছে, সেগুলো হল: ভাসমান পদ্ধতিতে শাক-সবজী চাষ (ধাপ পদ্ধতি), বন্যার কারনে ভাংগন ঠেকাতে বাঁশের বেড়া-নির্মাণ ও বিভিন্ন ধরনের ঘাসের ব্যবহার করা, উপকূলীয় এলাকায় পতাকা ব্যবহার করে ঘূর্ণিঝড়ের আগাম বার্তাপ্রদান, বন্যা কবলিত এলাকায় চাষাবাদ পদ্ধতির সময়ের পরিবর্তন, স্থানীয় জাতের ধান চাষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা।

লোকজ ও স্থানীয় জ্ঞানের আলোকে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণঃ-

বন্যাকালীন পানি বৃদ্ধি বা হ্রাস বোঝার আরেকটি স্থানীয় কৌশল হচ্ছে প্রতিদিন কুয়াতে পানির স্তর দেখা। এই কৌশল অনুযায়ী একটি লম্বা চিকন বাঁশের লাঠি বা লগিকে বাড়ির সামনে মূল নদীর সাথে সংযুক্ত পানি চলাচল করে এমন একটি খালে পুঁতে দেয়া হয়। পতাকার রং দেখে পানি বাড়া বা কমার সম্ভাবনা বুঝা যায়- একটি লাল পতাকার অর্থ হলো আগামী ২৪ বা ৪৮ ঘন্টায় আধাহাত এবং দুইটি লাল পতাকার অর্থ একহাত পরিমান পানি বাড়ার সম্ভাবনা আছে। একটি হলুদ পতাকার অর্থ আগামী ২৪ বা ৪৮ ঘন্টায় আধাহাত এবং দুইটি হলুদ পতাকার অর্থ একহাত পরিমান পানি কমার সম্ভাবনা আছে। ঘুর্নিঝড়ের পূর্বাভাস নির্ণয়ে বাতাসের গতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী উপকূলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষ সবাই জানেন যে পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত বাতাস ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। দক্ষিণপূর্ব দিক (অগ্নি) হতে প্রবাহিত হওয়ার পর বাতাস যখন আবার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত হয় তখন জলোচ্ছাসের সম্ভাবনা থাকে।

দুর্যোগে ঐতিহ্যবাহী আগাম বার্তার ব্যবহারঃ

অধিক তাপমাত্রা, আদ্রতা থাকলে বেশী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে, জমির ভালো ফলন হওয়া মানে বন্য শুকরের আক্রমনের আশংকা, বাঁশ গাছে ফল ধরা বলতে ইঁদুরের উপদ্রব বাড়ার সম্ভাবনা, স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে ইদুর বন্যা, পাখির বিরামহীন ভাবে এদিক সেদিক ঘোরা এবং কুকুরের অস্বাভাবিক ডাকাডাকিকে কোন দুর্যোগ আসার আগাম বার্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, উত্তর-পশ্চিম কোনে কালোমেঘ ও সেই সাথে পিঁপড়ার ঘরে উঠে আসা মানে নিশ্চিত কালবৈশাখী বা সাইক্লোণ বা বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা।

দুর্যোগ মোকাবেলায় আধুনিক জ্ঞানের ব্যবহার

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমকে আরও সময়োপযোগী ও সব পর্যায়ের জন্য ব্যবহার উপযোগী করে তোলা বর্তমান সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতির পিতা ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ওয়ারলেস এর মাধ্যমে ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড়ের আগাম বার্তা প্রদানের ব্যবস্থা সংযোজন করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে ব্যবহার শুরু করেছিলেন, তারই সুযোগ্য কন্যা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বর্তমান সরকার সে ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন।

আধুনিক ও যুগোপযোগী সংশিষ্ট বিভিন্ন মডেল ব্যবহার করে দুর্যোগ ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যেমন তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আদ্রতা ও বায়ুর গতিবেগ বিষয়ক গবেষণা কাজে আঞ্চলিক জলবায়ু মডেল **(regional climate model)** প্রেসিস **(PRECIS)** ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণালব্ধ ফলাফল জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। দেশের দক্ষিন উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছাস জনিত বন্যার স্থান ভিত্তিক গভীরতার তথ্য নির্ভর মানচিত্র তৈরী করা হয়েছে। এ মানচিত্র হতে এ সকল এলাকার ঘর বাড়ীর ভিটা কতটুকু উঁচু করতে হবে, আশ্রয়কেন্দ্র, রাস্তা বা অন্যান্য অবকাঠামো কতটুকু উঁচুতে করতে হবে, তার ধারণা পাওয়া যাবে। **HAZUS Software** ব্যবহার করে ভূমিকম্পের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির **Scenario** প্রস্তুত করা হয়েছে যার ফলাফল নগর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনায় ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন **Risk** ও **Vulnerabili**ঃ এ্যাটলাস। **Geoscience** ব্যবহার করে দেশে প্রথমবারের মতো ভূমিকম্প জনিত বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি নিরূপণ করে দেশের ৩টি বড় শহর যথা: ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সহ আরও ৬টি শহরে **Microzonation Map** তৈরী করা হয়েছে। **Geographical Information System (GIS) and Remote Sensing** প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন আপদ ও দুর্যোগের ঝুঁকি নিরুপন করা হচ্ছে। এছাড়াও **GIS** পদ্ধতিতে বিভিন্ন আপদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা মানচিত্র ও তথ্য সমৃদ্ধ ডিজিটাল এ্যাটলাস তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি এবং দুর্যোগের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। যে কোন মোবাইল থেকে ১০৯৪১ নম্বর ডায়াল করে দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা ও সতর্কীকরণ বার্তা জানা যায়। বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক জ্ঞান এবং অনুশীলনকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠন করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৩য় শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৩১টি পুস্তকে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এভাবে প্রতি বছর প্রায় ২ কোটি শিক্ষার্থী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে। ৭টি পাবলিক ও ৮টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে মোট ১১ টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যথাযথ ভূমিকা রাখার প্রয়াশে বিজ্ঞান মনষ্ক একটি ভবিষ্যত প্রজন্ম তৈরি করার পথে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে অভিযোজন উপযোগী ফসলের জাত উদ্ভাবনের জন্য কৃষি বিজ্ঞানীরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে লোকজ জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে একটি দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনের জন্য যেসব বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন, তা হচ্ছে- ১) স্থানীয় বিশেষ করে লোকায়ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা সহ স্থানীয় জনসাধারণকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও অভিযোজন বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্তিকরণ। দুর্যোগের আগাম বার্তা ও দুর্যোগ প্রস্তুতিতে ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও অনুশীলনের সাথে সঠিক বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞানের সংমিশ্রন প্রয়োজন। ২) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে নতুন নতুন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় জ্ঞান, সংস্কৃতি ও নীতির সমন্বয় করা। ৩) নৃতাত্তিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আরো কার্যকর করা। ৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের অন্তর্ভূক্তি এবং স্থানীয় জ্ঞানের সমন্বয়।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উদ্যোগ, সম্মেলন ও প্রক্রিয়া যেমন দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের ক্ষেত্রে **UNISDR** এর **World Conference on Disaster Risk Reduction** এর সাম্প্রতিক যে ঘোষনা অর্থাৎ **Sendai Framework for Disaster Risk Reduction** ২০১৫-২০৩০ দলিলেও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে লোকজ জ্ঞানের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আগামী দিনে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমকে সময়োপযোগী, গতিশীল ও ফলপ্রসু করতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানের সাথে লোকজ জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে একটি দুর্যোগ সহনশীল ও সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়তে সরকারের প্রচেষ্টায় সকলের অংশগ্রহণ কাম্য।

মোঃ রিয়াজ আহমেদ
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী আজ ১৩ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখ 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৫' উদ্‌যাপিত হচ্ছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি বছর ১৩ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' পালিত হয়। এ বছর United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে "Knowledge for life" এর সাথে সংগতি রেখে বাংলায় দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "জ্ঞানই জীবন"।

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে প্রতিনিয়তই বাংলাদেশকে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, কালবৈশাখী, বজ্রপাত, খরা ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। জলবায়ুর পরিবর্তন এ সকল দুর্যোগের প্রভাব, মাত্রা ও পৌন:পুনিকতাকে আরও তীব্রতর করছে। কয়েকটি সক্রিয় টেকটোনিক প্লেটের সন্নিহিত এলাকায় অবস্থিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশে ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার ঝুঁকিও বিদ্যমান এ সকল দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন সমন্বিত জ্ঞান, কার্যকরী সামগ্রিক পদক্ষেপ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সাফল্য অনুকরণীয় হিসেবে বিশ্ব পরিমন্ডলে প্রশংসিত হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবেলার দীর্ঘ পরিক্রমায় আমরা স্থানীয় ও লোকজ জ্ঞান এর সাথে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করার প্রয়াস নিয়েছি।

আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, নিয়মিত কর্মকান্ডের পাশাপশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরে অন্ততঃ দুইবার অগ্নিকান্ড এবং ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও নির্গমন অনুশীলন কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে জাতীয় সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং সিডিএমপি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নগর পর্যায়ে বিভিন্ন নগরের দুর্যোগ ঝুঁকি মানচিত্র ও কনটিনজেন্সি প্লান বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি' এবং নগর এলাকায় ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স এর মাধ্যমে 'নগর স্বেচ্ছাসেবক'-দের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশকে একটি দুর্যোগ সহনশীল দেশ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য আমি দেশের সকল নাগরিককে আহ্বান জানাচ্ছি। নারী, পুরুষ, শিশু, যুব সমাজ, বয়স্ক জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকলের অংশগ্রহণে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসের সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

মোঃ শাহ কামাল

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

UKaid from the British people · European Union · NORWEGIAN EMBASSY · SWEDEN · Australian Aid · UNDP Empowered lives. Resilient nations.